কানাডা ভিসা বাতিলের ক্ষমতা চায়, ভারত-বাংলাদেশ ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ দেশ হিসেবে চিহ্নিত



সংগৃহীত ছবি

কানাডা সরকার ভারত ও বাংলাদেশের নাগরিকদের ভিসা গণহারে বাতিল করার ক্ষমতা চাইছে। অভ্যন্তরীণ নথিতে বলা হয়েছে, ভিসা জালিয়াতির সম্ভাবনা মূল কারণ। এই পদক্ষেপের জন্য ইমিগ্রেশন, রিফিউজি অ্যান্ড সিটিজেনশিপ কানাডা, কানাডা বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সি ও মার্কিন অংশীদাররা যৌথ দল গঠন করেছে।

নথিতে উল্লেখ, মহামারি, যুদ্ধ বা বিশেষ পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট দেশের ভিসাধারীদের গণহারে ভিসা বাতিলের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি বিল সি-২-এর অংশ হিসেবে সংসদে প্রস্তাবিত হয়েছিল, পরে বিল সি-১২ হিসেবে আলাদা করা হয়। তবে ৩০০-এর বেশি সিভিল সোসাইটি সংগঠন ইতিমধ্যেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে।

আবেদনপত্রের চাপ সামলানোর জন্যও এই ক্ষমতা ব্যবহার হতে পারে। নথিতে দেখা গেছে, ভারতীয় নাগরিকদের আশ্রয় আবেদন ২০২৩ সালের মে মাসে ৫০০-এর কম ছিল, ২০২৪ সালের জুলাইয়ে বেড়ে ২ হাজারে পৌঁছায়। অস্থায়ী ভিসা যাচাইয়ের সময়ও বেড়ে গড় ৩০ দিন থেকে ৫৪ দিনে দাঁড়ায়। অনুমোদনের সংখ্যাও কমে ৬৩ হাজার থেকে ৪৮ হাজারে নেমে আসে।

২০২৪ সালের গ্রীষ্মে ভারত থেকে বিমানবোর্ডিং নিষেধাজ্ঞার (‘নো-বোর্ড’) ঘটনা বেড়ে যায়। জুলাইয়ে ১,৮৭৩ জনকে অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাবাদ এবং আইনি নোটিশ পাঠানো হয়। তবে কেন বিশেষভাবে ভারত ও বাংলাদেশকে চিহ্নিত করা হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট হয়নি।

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করার চেষ্টা শুরু করেছে কানাডা। ২০২৩ সালে শিখ নেতা হারদীপ সিং নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের পর দুই দেশের সম্পর্ক উত্তেজনাপূর্ণ হলেও, ২০২৪ সালের জুনে জি–৭ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কানাডা সফরে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের আগ্রহ প্রকাশ করেন। আগস্টে উভয় দেশ নতুন হাইকমিশনার নিযুক্ত করে সম্পর্ক পুনর্গঠন করে।